জালালাবাদ এসোসিয়েশন
সংবিধান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪২৮/১৯৬৩

এক্ট নম্বর : XLVI of 1961

১৯৮১ সালের বিশেষ সাধারণ সভায় ২৯ নভেম্বর ১৯৮১ সালে অনুমোদিত ও ১৮ জুলাই ২০১১ সালের সাধারণ সভায় সংশোধিত সংবিধানটি অনুমোদিত ও ঐ তারিখ হইতে কার্যকরী করা হয়।

কার্যালয়
জালালাবাদ এসোসিয়েশন
জালালাবাদ ভবন
২২ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১৫

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE

41 Hathkhola Road
Dacca-3

No. DSW/R-428/63/3823 Dated : the 1.4.63

Sub : **Registration of Voluntary Social Welfare Agencies.**

With reference to your application for registration of your agency, under the voluntary Social Welfare (Registration and Control) Ordinance, 1961 (XLVI of 1961), I am directed to inform you that your agency has been accorded registration under the aforesaid Ordinance and the Registration Certificate No. 428 of 1963, of your agency is enclosed (under the registered A/D post).
Kindly acknowledge the receipt.

Sd/-illegible
Registration Authority
Govt. of East Pakistan
Dacca.

To Jalalabad Association
Dacca.

Government of the People's of Republic of Bangladesh National Board of Revenue

C. No. : 9(32)/t-IV)/79/244 dated Dacca, the 25.2.1980

From : **A H Akon**
Second Secretary (Taxes).

To :
1. The Commissioner of Taxes. Dacca (North) Zone, Dacca.
2. The Commissioner of Taxes. Dacca (South) Zone, Dacca.
3. The Commissioner of Taxes. Chittagong Zone, Chittagong.
4. The Commissioner of Taxes. Central Zone, Dacca.
5. The Commissioner of Taxes. Khulna Zone, Khulna.
6. The Commissioner of Taxes. Intelligence & Investigation, 6-A/1 Segunbagicha, Dacca.
7. The D.R., I.A.T, Dacca
8. The Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Dacca.
9. The Editor, Bangladesh Tax Decision, Dacca.
10. Jalalabad Association 22 Kawran Bazar C/A, Dacca-15

Subject : **Order under section 150 forwarding of :**

I am directed to forward herewith one copy of order S.R.O No. 9(132)/T-IV/79/236 dated 25th Feb. 1980 for information and necessary action.

(Sd/illegible
A.H. Akon
Second Secretary (Taxes.)

S.R. Encl : As Above

Government of the People's of Republic of Bangladesh National Board of Revenue

ORDER
(INCOME TAX)

Dated Dacca, the 25.2.1980

S.R.O 9(132)/T-IV/79/236. In excricise of the powers conferred by clause (d) of sub-section 15D of the Income Tax Act, 1922 (XL of 1922), the National Board of Revenue is pleased to approve the Jalalabad Association, Dacca for the purpose of that section subject to the following conditions, namely-

(i) that the Association shall either be registered under the societies Registration Act, 1960 (XXI of 1860), or the Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance. 1961;

(ii) that Books of accounts of the Association shall be audited by a charatered accountant within the meaning of Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973), everyyear an a copy of the audited accounts shall be submitted every year to the Deputy Commissioner of Taxes in whose territorial jurisdiction the Institute is situated;

(iii) that the Association shall not make any donation or grant to any other charitable Institution or fund unless it is an institution or fund approved under section 15D(I)(d); and

(iv) that in the event of dissolution of the Association, its assets left after meeting its liabilities, if any, shall be transferred to another institution or fund approved under section 15D(I)(d) of the Income Tax Act, 1922.

Sd/illegible
(A.K. Akon)
Second Secretary.

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. জালালাবাদ এলাকার জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞজন ১৯৪৮ সালে ঐতিহ্যবাহী জালালাবাদ এসোসিয়েশনের গোড়াপত্তন করেন।

২. দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে বিগত ০১.০৪.১৯৬৩ সালে সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে নিবন্ধন করেন রেজি. নং ৪২৮, ১৯৬৩।

৩. পূর্বে সংবিধান ইংরেজিতে রচিত ছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালের সাধারণ সভায় বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সংশোধনী গৃহীত হয়।

৪. ১৯৮০ সালের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯.১১.১৯৮১ সালের সাধারণ সভায় সংবিধান অনুমোদন ও ঐদিন থেকে সেটি কার্যকর হয়।

৫. ২৫.০২.১৯৮০ তারিখের ২৪৪ নং স্মারকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ এসোসিয়েশনের যে কোনো দান-অনুদানকে আয়কর মুক্ত ঘোষণা করেন।

৬. ১৮.০৭.২০১১ সালের সাধারণ সভায় বর্তমান সংশোধিত সংবিধানটি অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়।

সূচিপত্র

অধ্যায় : ১	**নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**	**০৯**
১ :	নাম	
২ :	এলাকা	
৩ :	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
অধ্যায় : ২	**সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট**	**১১**
৪ :	সদস্য	
৫ :	সদস্য পদের যোগ্যতা	
৬ :	সদস্য পদের চাঁদার হার	
৭ :	সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি	
৮ :	সদস্য পদের বিলুপ্তি	
অধ্যায় : ৩	**সভা**	**১৪**
৯ :	সাধারণ সভা	
১০ :	সাধারণ সভার কার্যসূচি	
১১ :	বিশেষ সাধারণ সভা	
১২ :	রিকুইজিশন সভা	
১৩ :	সভার নোটিশ	
১৪ :	সভার কোরাম	
১৫ :	অনাস্থা প্রস্তাব	
অধ্যায় : ৪	**কার্যনির্বাহী কমিটি**	**১৭**
১৬ :	কার্যনির্বাহী কমিটি	
১৭ :	কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন	
১৮ :	কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	

অধ্যায় : ৫ দায়িত্ব ও কর্তব্য ২০
১৯ : সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য
২০ : সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য
২১ : সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২২ : কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৩ : যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়, দপ্তর সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৪ : উপদেষ্টা কমিটি গঠন
২৫ : শাখা অফিস
২৬ : বিভাগীয় সংগঠন

অধ্যায় : ৬ নির্বাচন ২৪
২৭ : নির্বাচন
২৮ : নির্বাচন বিধি
২৯ : নির্বাচনের স্থান ও তারিখ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান
৩০ : নির্বাচনী ফলাফল
৩১ : নির্বাচন কমিটির ক্ষমতা

অধ্যায় : ৭ তহবিল ও হিসাব ২৮
৩২ : তহবিল
৩৩ : সম্পত্তি ও ট্রাস্ট
৩৪ : ছাত্রবৃত্তি
৩৫ : ব্যাংক হিসাব
৩৬ : অডিটর
৩৭ : আর্থিক বৎসর

অধ্যায় : ৮ সংবিধান সংশোধন ৩০
৩৮ : সংবিধান সংশোধন

অধ্যায় : ৯ বিবিধ ৩১
৩৯ : দলিল-পত্রাদিতে স্বাক্ষর
৪০ : সাময়িক শূন্যতা

অধ্যায় : ১

১. নাম : জালালাবাদ এসোসিয়েশন

২. এলাকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতালগ্নে যেসব এলাকা লইয়া সিলেট জেলা গঠিত ছিল সেসব এলাকাকে বুঝাইবে অর্থাৎ বর্তমান সিলেট বিভাগের চারটি জেলা যথা : সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহকে জালালাবাদ এলাকা বুঝাইবে।

৩. জালালাবাদ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. জালালাবাদ এলাকার বাহিরে বসবাসকারী জালালাবাদবাসীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা দেশাত্ববোধ ও সহ অবস্থানের ভাব গড়িয়া তোলা।

খ. দেশের স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং আচার-অনুষ্ঠান সংরক্ষণ ও পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র পত্রিকা মারফত তাহা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

গ. বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যে অংশগ্রহণ এবং প্রবাসীসহ সকল জালালাবাদবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়নের চেষ্টা করা।

ঘ. ঢাকায় বসবাসরত জালালাবাদবাসীদের জন্য ক্লাব, পাঠাগার, বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্র, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলা ও অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মাণ এবং নির্মল আনন্দদানকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

ঙ. জালালাবাদ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার করার জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা ও সহায়তা করা।

চ. জালালাবাদ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনের মান উন্নয়নকল্পে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও প্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়াসমূহ যৌক্তিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করত আদায়ের চেষ্টা করা।

ছ. বাংলাদেশ তথা বিশ্বের যে কোনো এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় পতিত দুস্থ মানবতার সেবার সাহায্যদানে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করা।

জ. বিদেশে অবস্থানরত জালালাবাদবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাহাদের অর্জিত

সম্পদ নিজের ও দেশের জন-সাধারণের স্বার্থে ব্যবহারে গঠনমূলক পরামর্শ, উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করা।

ঝ. দুস্থ জালালাবাদবাসী বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা।

ঞ. ঢাকা শহরে কাওরান বাজার এলাকায় এসোসিয়েশনের নিজস্ব জমিতে গড়ে তোলা 'জালালাবাদ ভবন'-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা এবং এসোসিয়েশনের স্বার্থে ও নামে সম্পত্তি অর্জন করা।

ট. জালালাবাদ এলাকার জালালাবাদবাসীদের সামগ্রিক স্বার্থে দল, মত ধর্মনিরপেক্ষভাবে অন্য যে কোনো কাজ করা।

অধ্যায় : ২

৪. সদস্য

ক. সাধারণ সদস্য
খ. আজীবন সদস্য
গ. বৈদেশিক আজীবন সদস্য

৫. সদস্যপদের যোগ্যতা

ক. জালালাবাদ এলাকা অর্থাৎ বর্তমান সিলেট বিভাগের সকল জেলার সিলেটি ভাষাবাসী যে সমস্ত অধিবাসী জেলার বাহিরে জীবনযাপন করিতেছেন এবং যাহারা পৈত্রিকসূত্রে এই এলাকার বাসিন্দা হওয়ার দাবিদার তাহাদের মধ্যে যাহাদের বয়স আঠারো বৎসরের কম নহে তাহারা এই এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি এসোসিয়েশনের নির্ধারিত চাঁদা এককালীন প্রদান করিয়া আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

গ. বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকারী জালালাবাদ এলাকার অধিবাসীগণ বৈদেশিক আজীবন সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

ঘ. জালালাবাদ এলাকার বাহিরের কোনো মহিলা যদি জালালাবাদ এলাকার কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তবে তিনি এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন। অনুরূপভাবে, জালালাবাদ এলাকার কোনো মহিলা যদি জালালাবাদ এলাকার বাহিরের কোনো নাগরিকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তবে সেই ব্যক্তি এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন।

৬. সদস্যপদের চাঁদার হার

ক. সকল শ্রেণীর সদস্য ভর্তি ফি	:	১০০/- টাকা।
খ. সাধারণ সদস্য, বাৎসরিক	:	১০০/- টাকা।
খ. আজীবন সদস্য	:	এককালীন : ৫,০০০/- টাকা।
ঘ. বৈদেশিক আজীবন সদস্য	:	এককালীন-১০,০০০/-টাকা অথবা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

৭. সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি

ক. সংবিধানের অধ্যায় ২ এর ৫ (ক) হইতে ৫(ঘ) ধারায় যোগ্যতাসম্পন্ন সিলেটী ভাষাভাষীগণ সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিবেন (তিনি ইংরেজি বৎসরের যে মাসেই আবেদন করেন না কেন)। নির্ধারিত হারে সেই বৎসরের পূর্ণ বাৎসরিক চাঁদা এবং ভর্তি ফি ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করত কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। চাঁদা নগদ অর্থে/ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/ ব্যাংক পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সহিত সত্যায়িত ২ কপি সদ্য তোলা ছবি জমা দিতে হইবে এবং আবেদনপত্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের একজন সাধারণ/আজীবন সদস্যের সুপারিশ থাকিতে হইবে। ঐ সমস্ত কাগজ ব্যতীত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

খ. উপরিউক্ত কাগজাদিসহ লিখিত আবেদনটি অফিসে দাখিলের পর (অফিসের সিল, গ্রহণকারীর দস্তখত ও তারিখ পরিষ্কারভাবে লেখা থাকিতে হইবে) আবেদনকারীকে রশিদ প্রদান করা হইবে। আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরবর্তী মাসিক সভায় গৃহীত হইলে সদস্যপদ আবেদনের দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

গ. যদি প্রার্থীর আবেদনপত্রে কোনো ওজর আপত্তি থাকে, তবে প্রার্থীকে সেই ওজর আপত্তি সম্পর্কে আবেদন প্রাপ্তির ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে অবশ্যই লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায় সদস্য হওয়ার আবেদন দাখিলের ২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবেদনকারীকে আবেদন দাখিলের দিন হইতে সদস্যপদ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গন্য করা হইবে।

ঘ. অন্য দিকে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো ওজর আপত্তির কারণে তাহার সদস্যপদের আবেদনপত্র নির্ধারিত ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে প্রত্যাখান করা হইলে, আবেদনকারী পরবর্তী এক মাস সময়ের মধ্যে পুনরায় লিখিত যুক্তি প্রদান পূর্বক সাধারণ সম্পাদক বরাবর পুনঃলিখিত আবেদন করিতে পারিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি ঐ আবেদনপত্রটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া বিবেচনা করিতে পারিবেন, যদি কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদন বিবেচনা না করেন তবে কার্যনির্বাহী কমিটি তাঁদের মতামতসহ পরবর্তী সাধারণ সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন। এদ্বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির সদস্যপদ মুলতবী থাকিবে এবং তিনি ঐ সময়ের মধ্যে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন।

ঙ. কোন সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখান করা হইলে, ঐ সংবাদ ঐ সদস্যের নিকটি প্রেরণ করার পর, যদি ঐ সদস্য নির্ধারিত সময়ে কোন প্রকার পুনঃআবেদন না করেন, তবে তার সদস্যভুক্তি আবেদন প্রত্যাখানের ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে ঐ সদস্য কর্তৃক জমাকৃত চাঁদা+ভর্তি ফি-এর সমুদয় টাকা ঐ ব্যক্তিকে ক্রসড্ চেক মারফত অবশ্যই ফেরত দিতে হইবে।

৮ সদস্যপদ বিলুপ্তি

ক. সকল সাধারণ সদস্য প্রতি বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ঐ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদান করিয়া সদস্য পদ গ্রহণ ও নবায়ন করিবেন। কোনো সদস্য সেই বৎসরের ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে তিনি সদস্য হইতে পারিবেন না, নবায়ন না করিলে তাহার সদস্যপদ বিনা নোটিশে আপনা-আপনি বাতিল হইবে।

খ. ঐ সদস্য পুনরায় নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ বার্ষিক চাঁদা প্রদান পূর্বক আবেদন করিয়া এসোসিয়েশনের সদস্যপদ পাইতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ভর্তি ফি ও বকেয়াসহ চলতি বৎসরের বার্ষিক চাঁদা প্রদানসহ আবেদন করিলেই তিনি সদস্য পদ পুনপ্রাপ্ত হইবেন। তবে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না বা কোন পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাহারা সদস্য থাকিবেন তাহারাই পরবর্তী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে ও প্রার্থী হইতে পারিবেন।

গ. কোনো সদস্য ইচ্ছা করিলে কার্যনির্বাহী কমিটিকে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়া তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

ঘ. কোনো সদস্য এসোসিয়েশনের স্বার্থহানিকর কার্যে লিপ্ত থাকিলে কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্য ইচ্ছা করিলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ সভার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় : ৩

৯. সাধারণ সভা

ক. এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। সাধারণ সভা এসোসিয়েশনের সকল কার্যের বিশেষ করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলি তদারক, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবেন।

খ. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিবেন। বিশেষ কারণে ঐ সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভব না হইলে পরবর্তী বৎসরের ৩১ মার্চের মধ্যে অবশ্যই তাহা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোনো অবস্থায়ই ইহার ব্যতিক্রম করা চলিবে না। সেই ক্ষেত্রে চলমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদও ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার স্থান, তারিখ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া অন্তত পনেরো দিন পূর্বে সাধারণ সদস্যগণকে চিঠি মারফত এবং যথাসময়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি/এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন। সকল শ্রেণীর সদস্যই সাধারণ সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ. বিলুপ্তি

১০. সভার কার্যসূচি

সাধারণ সভায়/দ্বি-বার্ষিক সভায় নিম্ন লিখিত বিষয়াদি আলোচনা করা হইবে এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির বাৎসরিক রিপোর্ট

খ. দুই বৎসর অন্তর অন্তর সদস্যদের মধ্য হইতে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠান।

গ. অডিট রিপোর্ট ও বাজেট পেশ, আলোচনা ও অনুমোদন।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ভবন ট্রাস্ট, শিক্ষা ট্রাস্টসহ বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ, আলোচনা ও অনুমোদন।

ঙ. সাধারণ আলোচনা।

চ. অডিটর নির্বাচন।

ছ. সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব থাকিলে তাহা বিবেচনা করা ও অনুমোদন।

জ. সাধারণ সভার অনুমতিক্রমে অন্য কোনো বিষয় এবং বিবিধ বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

১১. বিশেষ সাধারণ সভা

আবশ্যকবোধে কার্যনির্বাহী কমিটি কমপক্ষে ৭ দিনের নোটিশে 'বিশেষ সাধারণ সভা' আহ্বান করিতে পারিবেন।

১২. রিকুইজিশন সভা

এসোসিয়েশনের এক তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে লিখিতভাবে আলোচনার দাবি জানাইলে সাধারণ সম্পাদক এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। এই রিকুইজিশন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান না করিলে রিকুইজিশন স্বাক্ষরকারীগণ সভাপতিকে সাধারণ সভা আহ্বানের অনুরোধ জানাইবেন। আর সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করিলে রিকুইজিশন স্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের রিকুইজিশনে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্তত ১৫ দিনের নোটিশ স্থানীয় বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া নিজেরাই সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিকে রিকুইজিশনের যে নোটিশ দেওয়া হইবে তাহা প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রি ডাকে এসোসিয়েশনের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠাইতে হইবে।

১৩. সভার নোটিশ

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিতে যথাক্রমে ১৫ দিন ও ৭ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। জরুরি সভা যথাক্রমে ৭ দিন ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আহ্বান করা চলিবে।

১৪. সভার কোরাম

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার এক-পঞ্চমাংশ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কিন্তু মুলতবী সভায় কোন কোরামের দরকার হইবে না। তবে মুলতবী সভা কোন এক নির্ধারিত দিনে একই স্থানে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ইহার কর্মসূচিও অপরিবর্তিত থাকিবে।

১৫. অনাস্থা প্রস্তাব

প্রস্তাব এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইলে কমপক্ষে ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হইবে। এই প্রস্তাব পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে এবং উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে গৃহীত হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এসোসিয়েশনের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সাময়িকভাবে সভাপতি গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তাহা অনুমোদন করাইয়া লইতে পারিবেন।

অধ্যায় : ৪

১৬. কার্যনির্বাহী কমিটি

ক. কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিতভাবে নির্বাচিত হইবে। তাহারা এসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্যদের ভোটে প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হইবেন তবে বৎসরের সে মাসেই নির্বাচিত হন না কেন পরবর্তী ২য় বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষ হইবে।

১৭. কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন

কার্যনির্বাহী কমিটির মোট ৪১টি পদের প্রস্তাব করা হইল। যাহা নিম্নরূপ হইবে :

১.	সভাপতি—১ জন	১ জন
২.	সহ-সভাপতি—৪ জন (প্রতি জেলা থেকে ১জন) (যথা—সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ)	৪ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক—১ জন	১ জন
৪.	কোষ্যাধ্যক্ষ—১ জন	১ জন
৫.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক—২ জন	২ জন
৬.	দপ্তর সম্পাদক—১ জন	১ জন
৭.	সাংগঠনিক ও জনসংযোগ সম্পাদক—১ জন	১ জন
৮.	শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রচার সম্পাদক—১ জন	১ জন
৯.	ক্রীড়া, চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতি সম্পাদক—১জন	১ জন
১০.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক—১ জন (শুধু মহিলা সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে)	১ জন
১১.	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক—১ জন	১ জন
১২.	সদস্য—৮ জন (প্রতি জেলা হইতে ২ জন)	৮ জন
১৩.	সদস্য জালালাবাদ এলাকা—১০ জন	১০ জন
	মোট	**৩৩ জন**
১৪.	কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপ্ট—৬ জন (তাদের মধ্যে ২ জন মহিলা)	৬ জন
১৫.	বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক—২ জন (পদাধিকার বলে)	২ জন
	সর্বমোট	**৪১ জন**

১৮. কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সংবিধান মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবেন।

জালালাবাদ এলাকার অধিবাসীগণ, যাহারা জালালাবাদ এলাকার বাহিরে স্থায়ী-অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহাদের সহিত পত্রযোগে/ ব্যক্তিগতভাবে/ কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে তাহাদেরকে সদস্য হওয়ার জন্য জোর অনুরোধ করা।

খ. কার্যনিবাহী কমিটির সভা প্রতি মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে। কোনো সদস্য সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে অনুপস্থিতির কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হইবে। নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য জবাব প্রেরণ করিবেন। উক্ত জবাব কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবহিত করা হইবে।

গ. এসোসিয়েশনের চাঁদা, এককালীন অনুদান ও অন্যান্য উৎস হইতে আয় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিধি মোতাবেক ব্যয় করিয়া উপযুক্ত হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

ঘ. কার্যনির্বাহীর মেয়াদকালীন সময়ে এসোসিয়েশনের সকল ব্যয়ের পূর্বানুমোদন প্রদান করা। তাছাড়া নির্বাচনের যাবতীয় ব্যয় অনুমোদন করা।

ঙ. উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সাধারণ/বিশেষ সাধারণ সভায় পূর্ববর্তী সময়ের সকল আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করত চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ।

চ. এসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। এসোসিয়েশনের স্বার্থে এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে যে কোনো আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত সকল অভিযোগ/মোকদ্দমাসমূহের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ছ. এসোসিয়েশনের সকল সভাসমূহের তথা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভাসহ সকল সভা আহ্বান ও অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভাসহ সকল সভার 'এজেন্ডা'সমূহ প্রস্তুত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি 'এজেন্ডা'-এর বিপরীতে কমিটির মতামত লিপিবদ্ধ করত সাধারণ/বিশেষ সাধারণ সভার

আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

ঝ. কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোনো বিশেষ কাজের জন্য কমিটির সদস্য কিংবা সাধারণ সদস্য নিয়া সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শ্রেণীর পদ শূন্য হইলে বা থাকিলে তাহা মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করিতে পারিবেন।

ট. সভাপতির অনুপস্থিতিতে উভায় উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ৪ জন সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

অধ্যায় : ৫

১৯. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়/সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় এবং এসোসিয়েশনের যাবতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে দস্তখত করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যৌথভাবে আইনজীবী নিয়োগ করিবেন।

গ. এসোসিয়েশনের সকল সভায় কাস্টিং ভোটার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ঘ. প্রয়োজনে এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান মুলতবী/শেষ করিতে পারিবেন অবশ্য এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী সাধারণ সভায় প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যকে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা দিতে পারিবেন এবং তাহাদের কার্যাবলি তদারকি করিতে পারিবেন।

চ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রতি তিন মাস অন্তর পূর্ববর্তী তিন মাসের এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, হিসাব-নিকাশ সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন।

ছ. লাগাতার তিন মাস কাল সময় শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সভঅপতি দায়িত্ব পালনে অপরাগ হইলে, পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির নিকট দায়িত্বভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিতে পারিবেন। এ সময়ে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ. এ ব্যাপারে কার্যকরী কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০. সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতির অবর্তমানে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন।

২১. সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসহ সকল সভাসমূহ নির্বাহী কমিটির/সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্য সভাপতির অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মামলা, মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে ও বিভিন্ন দাবি আদায়কল্পে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

গ. কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক রিপোর্টের প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন।

ঘ. এসোসিয়েশন/কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি/সভাপতি ও সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ও জবাবদিহি করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকসহ কোষাধ্যক্ষের কাজ তদারকি করিতে পারিবেন এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

চ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করে তাহার স্বাক্ষরে সভা আহ্বান করিবেন।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে যে কোনো মামলা মোকদ্দমায় সভাপতির সহিত যৌথভাবে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

জ. এসোসিয়েশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

ঝ. এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ হাতে রাখিতে পারিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, বাতিল, কাজের তদারকি, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলবসহ শাস্তি ও সুপারিশ ও চাকরি বিধি বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এসোসিয়েশনের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি থাকিবেন।

অধ্যায় : ৫

১৯. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়/সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় এবং এসোসিয়েশনের যাবতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে দস্তখত করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যৌথভাবে আইনজীবী নিয়োগ করিবেন।

গ. এসোসিয়েশনের সকল সভায় কাস্টিং ভোটার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ঘ. প্রয়োজনে এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান মুলতবী/শেষ করিতে পারিবেন অবশ্য এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী সাধারণ সভায় প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যকে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা দিতে পারিবেন এবং তাহাদের কার্যাবলি তদারকি করিতে পারিবেন।

চ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রতি তিন মাস অন্তর পূর্ববর্তী তিন মাসের এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, হিসাব-নিকাশ সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন।

ছ. লাগাতার তিন মাস কাল সময় শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সভঅপতি দায়িত্ব পালনে অপরাগ হইলে, পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির নিকট দায়িত্বভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিতে পারিবেন। এ সময়ে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ. এ ব্যাপারে কার্যকরী কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০. সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতির অবর্তমানে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন।

২১. সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসহ সকল সভাসমূহ নির্বাহী কমিটির/সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্য সভাপতির অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মামলা, মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে ও বিভিন্ন দাবি আদায়কল্পে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

গ. কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক রিপোর্টের প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন।

ঘ. এসোসিয়েশন/কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি/সভাপতি ও সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ও জবাবদিহি করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকসহ কোষাধ্যক্ষের কাজ তদারকি করিতে পারিবেন এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

চ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করে তাহার স্বাক্ষরে সভা আহ্বান করিবেন।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে যে কোনো মামলা মোকদ্দমায় সভাপতির সহিত যৌথভাবে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

জ. এসোসিয়েশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

ঝ. এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ হাতে রাখিতে পারিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, বাতিল, কাজের তদারকি, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলবসহ শাস্তি ও সুপারিশ ও চাকরি বিধি বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এসোসিয়েশনের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি থাকিবেন।

২২. কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. এসোসিয়েশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, অডিটের কাগজপত্র প্রণয়নে সহযোগিতাকরণ ও সংরক্ষণ করা।

খ. ত্রৈমাসিক হিসাব, কার্যনির্বাহী কমিটির মাসিক সভায় উপস্থাপন করত কমিটি কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ।

গ. বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে তাহার প্রতিবেদন তৈরি ও তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এসোসিয়েশনের সকল কাজ করা।

২৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, দপ্তর সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভা আহ্বানকরণ ও সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনা করতে সভাপতিকে সহযোগিতা করা।

খ. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এসোসিয়েশনের কার্যসম্পাদন।

গ. এসোসিয়েশনের স্বার্থে সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা করা।

দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ঘ. এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক যাবতীয় কাজকর্ম তদারকি, সম্পাদন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান।

ঙ. এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দাপ্তরিক কাজকর্ম তদারকিকরণ।

চ. এসোসিয়েশনের সকল সম্পাদককে দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা প্রদান।

ছ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে সকল সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা।

জ. সকল সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ, সংরক্ষণকরণে সহযোগিতা করা।

সাধারণ সম্পাদক অথবা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার নোটিশ প্রদান ও সভা সঞ্চালন করা।

অন্যান্য সম্পাদক/সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে/ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পাদন করা।

২৪. উপদেষ্টা কমিটি গঠন

কমিটি এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবেন। জালালাবাদ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর সম্মতিক্রমে উক্ত কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত উপদেষ্টা কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটিকে সময় সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। কোন বিরোধ দেখা দিলে তাহা নিজ উদ্যোগে সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

২৫. শাখা অফিস

এসোসিয়েশনের সদর দপ্তর ঢাকা শহরে থাকিবে। ঢাকা শহর ছাড়া অন্য কোনো জেলায়/ প্রবাসে জালালাবাদবাসীরা এসোসিয়েশনের শাখা খুলিতে ইচ্ছুক হইলে এবং এসোসিয়েশনের সংবিধান মোতাবেক কাজ করিতে রাজি হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির উক্ত শাখাকে অনুমোদন দিতে পারিবেন।

২৬. বিভাগীয় সংগঠন

এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার জন্য এসোসিয়েশনের কার্যাবলি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইবে। যথা :

ক. দপ্তর বিভাগ
খ. সাংগঠনিক ও জনসংযোগ বিভাগ
গ. শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রচার বিভাগ
ঘ. খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঙ. মহিলা বিভাগ
চ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য উপরোক্ত বিভাগগুলির প্রত্যেকটির জন্য একজন সম্পাদক থাকিবেন এবং তাহারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন এবং তাহারা সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতা ও পরামর্শক্রমে কাজ করিবেন। প্রত্যেক সম্পাদক নির্বাচন পরবর্তী দুই মাস সময়ের মধ্যে নিজ নিজ বিভাগের জন্য একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করিয়া তাহা সাধারণ সম্পাদক মারফত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বিভাগীয় সম্পাদকগণ নিজ নিজ দায়িত্বে মেয়াদকালীন সময়ে সম্পন্ন করিবেন।

অধ্যায় : ৬

২৭. নির্বাচন

নির্বাচন কমিটি গঠন

ক. কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত করিয়া উক্ত তারিখের ৬০ দিন পূর্বে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক নহেন এসোসিয়েশনের এমন তিনজন সদস্যকে লইয়া একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করিবেন। নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত হইবে। এই কমিটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করিবে।

খ. নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যের মধ্যে যে কোনো ২ জন উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। তবে কমিটির পক্ষে চেয়ারম্যান/তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কোনো সদস্য দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

গ. নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর যদি কোনো কারণে নির্বাচন কমিটির কোনো সদস্য অথবা সম্পূর্ণ কমিটি নির্বাচন পরিচালনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি জরুরি সভা আহ্বান করত তাহাদের স্থলে নতুন সদস্য নিয়োগ দিবেন। এ-ব্যাপারে নির্বাচন তফসিলের কোনো পরিবর্তন হইবে না।

ঘ. যদি কোনো কারণে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন না হয় তবে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সময় বর্ধিত করিয়া পরবর্তীতে দিন ঠিক করিয়া নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৮ নির্বাচন বিধি

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে কোনো পদ প্রার্থীকে সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে।

খ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সদসা, আজীবন সদস্য ও বৈদেশিক আজীবন

সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহনে করিতে পারিবেন।

গ. সংবিধানের অধ্যায়-৬ এর ১৯ বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির ৩৩টি পদে নির্বাচিত হইবে। তাহারা এসোসিয়েশনের সকল বৈধ ভোটে প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হইবেন তবে বৎসরের সে মাসেই নির্বাচিত হন না কেন পরবর্তী ২য় বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষ হইবে।

ঘ. সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে এসোসিয়েশনের পূর্ববর্তী যে কোনো কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

ঙ. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব নির্বাচিত কমিটির নিকট এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যভার হস্তান্তর করিবেন।

চ. সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এই দুইটি পদে নির্বাচিত ব্যক্তিদ্বয় ধারাবাহিকভাবে ২ বারের বেশি (৪ বৎসর) নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। তবে তাহাদের এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হইবার পর আবার নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

ছ. নির্বাচনী কমিটি নির্বাচনের অন্তত ৫০ (পঞ্চাশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কার্যসূচি প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞপ্তি আকারে পত্রিকায় প্রকাশ কিংবা ভোটাধিকারী সদস্যদের নিকট ডাকযোগে পাঠাইবেন। এই কার্যসূচিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সময়সূচি থাকিবে।

জ. নির্বাচনী কমিটি নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ৪০ দিন পূর্বে সংবিধান মোতাবেক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। খসড়া ভোটার তালিকার এক কপি এসোসিয়েশনের অফিসে সসদস্যদের পরিদর্শনের জন্য রাখা হইবে এবং যে কোনো সদস্য তাহা দেখিতে পারিবেন।

ঝ. খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের যে কোনো সদস্য লিখিতভাবে তালিকা সম্বন্ধে নির্বাচনী কমিটির নিকট আপত্তি পেশ করিতে পারিবেন।

ঞ. আপত্তি বিবেচনা করিয়া এবং আবশ্যক হইলে তদন্ত করিয়া নির্বাচনী কমিটি নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২৫ দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং ইহা এক কপি এসোসিয়েশনের অফিসে সদস্যগণের পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করিবেন।

ট. চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণই কেবল নির্বাচনে প্রার্থী হইতে, প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে সমর্থন দিতে এবং ভোট দিতে পারিবেন। তবে একই পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব, সমর্থন দিতে পারিবেন না। করিলে সকল প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হইবে।

ঠ. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই নির্বাচন কমিটি একটি মনোনয়নপত্র প্রকাশ করিবেন।

ড. মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর নিজস্ব দস্তখত ছাড়াও একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থকের দস্তখতের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রস্তাবক ও সমর্থক অবশ্যই এসোসিয়েশনের বৈধ সদস্য/সদস্যা হইতে হইবে।

ঢ. মনোনয়ন পত্র নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ঢ়. নির্বাচন কমিটি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিয়া নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২০ (বিশ) দিন পূর্বে মনোনীত প্রার্থীগণের নাম প্রকাশ করিবেন।

ত. মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ ৫ দিনের মধ্যে যেকোন প্রার্থী তাহার নাম লিখিতভাবে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

থ. উপরুক্ত প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিটি চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবেন ও তাহা এসোসিয়েশনের অফিসে সংরক্ষণ করিবেন।

দ. নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নির্বাচন কমিটি ব্যালট পেপার ছাপানোর সমাধান করিবেন এবং ব্যালট পেপার তাহাদের নিজস্ব হেফাজতে রাখিবেন।

ধ. নির্বাচন কমিটি উপযুক্ত ব্যালট বাক্স প্রস্তুত করিবেন।

২৯. নির্বাচনের স্থান ও তারিখ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান

ক. নির্বাচনের তারিখের নির্ধারিত সময়ে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া নির্বাচন কমিটি স্বীয় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

খ. ভোটারগণ ভোট প্রয়োগের সময় জাতীয় পরিচয়পত্র/ড্রাইভিং লাইসেন্স /চাকরিজীবী হইলে অফিসের পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রদর্শনপূর্বক তাহার পরিচয় নিশ্চিত করিবেন।

গ. ভোটারগণের যথার্থ পরিচয় পাওয়ার পর তাহাদের দস্তখত নিয়া প্রত্যেককে

একটি করিয়া ব্যালট পেপার দেওয়া হইবে। ব্যালট পেপারে নির্বাচন কমিটির অন্তত দুইজন সদস্যের দস্তখত থাকিবে।

ঘ. প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক পদের জন্য মাত্র একটি ভোট দিতে পারিবেন। ভোট দিবার চিহ্ন নির্বাচন কমিটি পূর্বাহ্নে নির্ধারিত করিবেন এবং ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ঙ. ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিবার পর প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সের ভিতর রাখিবেন।

চ. ভোট দিবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে যারা নির্বাচন বেষ্টনীর মধ্যে থাকিবেন। তাহাদের ভোট প্রয়োগের পরই নির্বাচন কমিটি ব্যালট বাক্স প্রকাশ্যে খুলিবেন ও উপস্থিত প্রার্থী/প্রতিনিধি সকলের সম্মুখে ভোট গণনা করিবেন।

৩০. নির্বাচনী ফলাফল

ক. ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিটি ভোটের ফলাফল মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রকাশ করিবেন। প্রার্থী/প্রতিনিধি ফলাফল নিতে চাহিলে নির্বাচন কমিটির পক্ষে যে কোন সদস্য লিখিত ফলাফল প্রদান করিবেন।

খ. চূড়ান্ত ফলাফল নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন পর্ব শেষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলিবে না।

৩১. নির্বাচন কমিটির ক্ষমতা

নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া নির্বাচন কমিটি আবশ্যকবোধে আদেশ নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী কমিটির সহিত পরামর্শ করিতেও পারিবেন।

নির্বাচন কমিটি ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহায্যকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের বরাদ্দ প্রস্তাব প্রাপ্তির জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

অধ্যায় : ৭

৩২. তহবিল : এসোসিয়েশনের তহবিল নিম্নলিখিতভাবে সংগ্রহ করা হইবে।

ক. সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রবেশ ফিস ও বাৎসরিক চাঁদা।
খ. সাহায্য বা অনুদান দান।
গ. এসোসিয়েশনের সম্পত্তি হইতে আয়।
ঘ. শাখা সমিতি হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ইত্যাদি।
ঙ. যে কোনো অনুষ্ঠান বাবদ আয় ইত্যাদি।
চ. বিশেষ সরকারি অনুদান হইতে প্রাপ্ত তহবিল।

৩৩. সম্পত্তি ও ট্রাস্ট

ক. এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষে যে কোনো সম্পত্তির মালিক হইয়া তাহা পরিচালনা, ব্যবহার, লিজ বা ভাড়া প্রদান করিতে পারিবেন।

খ. আবশ্যক বোধে কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে জালালাবাদবাসীর স্বার্থে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন এবং বর্তমান ভবন ট্রাস্ট ও শিক্ষা ট্রাস্টসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিতে পারিবেন। প্রতিটি ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন।

৩৪. ছাত্রবৃত্তি

এসোসিয়েশনের বাৎসরিক আয় হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ জালালাবাদ এলাকার এতিম, গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত ঋণ গ্রহণের পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃত্তি ও ঋণ গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে এসোসিয়েশনকে সাহায্য সহযোগিতা করিবেন বলে একটি অঙ্গীকারনামা আবেদনের সাথে প্রদান করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামার নমুনা প্রদান করিবেন।

৩৫. ব্যাংক হিসাব

কার্যনির্বাহীর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলী ব্যাংকে এসোসিয়েশনের নামে এক বা একাধিক হিসাব খোলা যাইবে। এসোসিয়েশনের আয় /তহবিল সেই সমস্ত ব্যাংকে জমা থাকিবে এবং সেই সকল হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-এর স্বাক্ষরে খোলা হইবে এবং সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

৩৬. অডিটর

অডিটর নিয়োগ

অডিটর সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন ও পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত বহাল থাকিবেন। তিনি এসোসিয়েশনের হিসাব বৎসরে একবার পরীক্ষা করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে ইহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিটির ও তাহার মন্তব্যসহ সাধারণ সভায় তাহা পেশ করিবেন। আবশ্যকবোধে অডিটর সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় রিপোর্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন।

৩৭. আর্থিক বৎসর

এসোসিয়েশনের আর্থিক বৎসর জানুয়ারি মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবে।

অধ্যায় : ৮

৩৮. সংবিধান সংশোধন

কোনো সদস্যের সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব থাকিলে ৩০ নভেম্বরের পূর্বে সেই প্রস্তাবের নকলসহ একটি কপি সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির মন্তব্যসহ সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে উহা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায় : ৯

৩৯. দলিল পত্রাদিতে স্বাক্ষর

এসোসিয়েশনের নামের সিলমোহরটি ও সকল নথিপত্র অফিসে সাধারণ সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদকের জিম্মায় গচ্ছিত ও সংরক্ষিত থাকিবে এবং দপ্তর সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকল কার্যনির্বাহী সদস্য অফিসের গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন।

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী কমিটির কোন ব্যক্তি দলিল পত্রাদিতে দস্তখত করিতে পারিবেন।

৪০. সাময়িক শূণ্যতা

কোন কারনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ শূণ্য হইলে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ঐ পদের যাবতীয় কাজ চালাইয়া যাইবেন।

অন্য কোন শ্রেণীর পদ শূন্য হইলে কিংবা শূন্য থাকিলে কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদ পর্যন্ত ঐ পদ পূরণ করিতে পারিবেন।